*মূল শব্দাবলীঃ*
*জ্ঞান*
*নৈতিকতা/চরিত্র*
*আন্তরিকতা*
*নম্রতা*

**Majlis Ugama Islam Singapura**

**Friday Sermon**

**17 April 2026 / 28 Syawal 1447H**

# ইসলামের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য থেকে শিক্ষা

**اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. أُوْصِيْ نَفْسِيْ وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.**

## মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ক্ষমাপ্রার্থী সম্মানিত মুমিনগণ,

আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করি, তাঁর সকল আদেশ পালন করি এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকি। আজ আমরা যে তাকওয়া ধারণ করছি, তা যেন পরকালে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সময় তাঁর সন্তুষ্টির মাধ্যমে পুরস্কৃত হয়। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

## মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে পরিবর্তন আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় দ্রুত ঘটছে, যা আমাদের জীবনধারা ও ধর্মীয় চর্চাকে এমনভাবে রূপান্তরিত

করছে, যা একসময় কল্পনাতীত ছিল। ভাইয়েরা, এই পরিবর্তন অব্যাহত থাকবে। আর এই অগ্রগতির সাথে সাথে ধর্মীয় বিষয়ে জটিল চ্যালেঞ্জও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে—যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন সমানভাবে উন্নত জ্ঞান-বোধ।

আজকের এই জটিল সময়ে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য আমাদের ইসলামের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। এই ঐতিহ্য পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু মনীষীর জন্ম দিয়েছে, যেমন আল-খাওয়ারিজমি, ইবনে সিনা এবং আল-বিরুনী, এবং আরও অনেকে, যাঁদের গণিত, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো ক্ষেত্রে অবদান আজও মানবজাতিকে উপকৃত করছে। এই স্থায়ী প্রভাব আমাদেরকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে—কীভাবে এমন উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল।

**প্রিয় ভাইয়েরা,**

ইসলামের জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য এবং এর মাধ্যমে গড়ে ওঠা আলেমদের জীবন থেকে আমরা অসংখ্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এসব শিক্ষার মধ্যে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করব।

## প্রথমত: জ্ঞান অর্জন আমাদেরকে ক্ষমতায়িত করে

জ্ঞান আমাদেরকে এমন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা প্রদান করে, যা জীবনের জটিলতা মোকাবিলায় সহায়তা করে। বর্তমান সময়ে নতুন নতুন আবিষ্কার ও চিন্তাধারা আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে প্রচলিত ধারণা ও অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করছে। এ কারণেই সঠিক জ্ঞান অর্জন আজ আমাদের প্রত্যেকের জন্য ফরজে আইন; অর্থাৎ ব্যক্তিগত ধর্মীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বার্তাটি বিশেষভাবে তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যাদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের উদ্যম ও শক্তি রয়েছে। একই সাথে, যাদের যৌবনের উদ্যম কিছুটা কমে গেছে, তাদের জন্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে—শক্তি কমে যেতে পারে, কিন্তু সময় এখনও রয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল-মুজাদিলাহ-এর ১১ নম্বর আয়াতে বলেন, যার অর্থ:

"...আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, এবং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

অতএব, যতদিন জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে, ততদিন আমাদের চেষ্টা করা উচিত—যাতে আমরা তাঁর দ্বীনকে ভালোভাবে বুঝতে ও পালন করতে পারি এবং আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

## দ্বিতীয়ত: জ্ঞানের সাথে নৈতিকতা, আন্তরিকতা ও বিনয় থাকা আবশ্যক

ইসলামে জ্ঞান ও উত্তম চরিত্র একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। শুধু অনেক কিছু জানাই যথেষ্ট নয়। প্রকৃত জ্ঞান সেই, যা আমাদের নৈতিকতা গঠন করে, আমাদের আচরণকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করে এবং অন্যদের সাথে আমাদের আচরণকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে।

এছাড়াও, জ্ঞানের সাথে আন্তরিকতা থাকা জরুরি—অর্থাৎ আমরা যা সঠিক জানি তা অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। যখন জ্ঞান ও আন্তরিকতা একসাথে চলে, তখনই প্রকৃত উন্নতি ঘটে।

এই মূল্যবোধগুলো না থাকলে জ্ঞান তার উদ্দেশ্য হারায় এবং কখনো কখনো ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। যখন জ্ঞান আন্তরিকতা ও বিনয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন তা অহংকার, আত্মগর্ব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তথ্যের অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত, জ্ঞান থেকে দুনিয়াবী লাভ—যেমন অর্থ উপার্জন—আসতে পারে, কিন্তু তা মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং গৌণ। যদি এটিকেই একমাত্র লক্ষ্য করা হয়, তবে তা বিকৃত নিয়তের প্রতিফলন এবং এতে নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তখন যা পথনির্দেশনার উৎস হওয়ার

কথা ছিল, তা বিভ্রান্তি ও বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই ইসলাম জ্ঞানের সাথে "খাশিয়াহ"—আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তিকে—সংযুক্ত করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা ফাতির-এর ২৮ নম্বর আয়াতে বলেন,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

যার অর্থ: "মানুষ, জীবজন্তু এবং গবাদিপশুও বিভিন্ন বর্ণের। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতি ভয় ও ভক্তি পোষণ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।"

**মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,**

এই আয়াত আমাদেরকে আহ্বান জানায়—যাতে আমাদের জ্ঞান অর্জন সর্বদা আল্লাহর প্রতি সচেতনতা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীতের আলেমগণ এ বিষয়টি বাস্তবে প্রতিফলিত করেছিলেন। তাঁদের ব্যাপক জ্ঞানের সাথে ছিল গভীর আন্তরিকতা, বিনয়, আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভক্তি, এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ। তারা মর্যাদা অর্জনের জন্য নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং মানুষের সেবার জন্য জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এই ভারসাম্যই তাদের জ্ঞানকে স্থায়ী প্রভাব ও বরকত দিয়েছিল।

অতএব, আমরা যখন জ্ঞান অর্জন করি, তখন মনে রাখতে হবে—এর প্রকৃত মূল্য নিহিত রয়েছে আমাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করার মধ্যে। নৈতিকতা ছাড়া জ্ঞান অপূর্ণ; কিন্তু আন্তরিকতা, বিনয় এবং উত্তম চরিত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান কেবল আমাদের নিজেদের জন্য নয়, আমাদের চারপাশের মানুষের জন্যও পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।

**তৃতীয়ত: জ্ঞানকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং তা পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে**

ইসলামে জ্ঞান কেবল তথ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয়; বরং তা আমল ও চরিত্রের মাধ্যমে বাস্তবে প্রতিফলিত হওয়ার জন্য। যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তার জানা বিষয়গুলোকে কাজে লাগায়, তখন জ্ঞান বাস্তব, অর্থবহ এবং পরিবর্তনশীল হয়ে ওঠে। জ্ঞানকে জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তা অন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয় এবং জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এটাই জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। কথার আগেই মানুষের কাজ নজরে আসে। ধারাবাহিকভাবে মূল্যবোধ, ঈমান এবং উত্তম চরিত্রের চর্চা শুধুমাত্র উপদেশের তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলে। এ কারণেই জ্ঞান তখনই সর্বোত্তমভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যখন তা নিজের জীবনে ধারণ করা হয়।

সম্মানিত সুধী,

চলুন আমরা চেষ্টা করি—আমাদের জ্ঞান যেন আন্তরিকতা, বিনয় এবং সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে। আমাদের জ্ঞান যেন আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে, তাঁর প্রতি আমাদের ভয় ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে, আমাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে এবং আমাদের সমাজের উন্নতিতে অবদান রাখে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাঁরা নিজেদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

**أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.**

## Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.